দৈনিক সংবাদ ৬|১১|২০০১

তারিখ ... ...
পৃঃ ১ কলাম ৩

সংসদে প্রশ্নোত্তরে শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষকদের ১০০ ভাগ ভাতা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়নি

সংসদ বার্তা পরিবেশক ঃ শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেছেন, বেসরকারি শিক্ষকদের ১০০ ভাগ ভাতা প্রদানের ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। সরকারিদলের সংসদ সদস্য ডা. রুস্তম আলী ফরাজীর এক প্রশ্নের জবাবে গতকাল রোববার শিক্ষামন্ত্রী সংসদে একথা বলেন। অপর এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ১৯৯৬ সালের জুলাই থেকে বর্তমান বছরের জুন পর্যন্ত দেশের ১৮টি মহিলা কলেজকে সরকারিকরণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অধীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা-এ প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর বদলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন সংসদে বলেন, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নেই।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ২০০০-২০০১ অর্থবছরে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণে বিলম্ব হয়েছে। তিনি আরো বলেন, সময়মতো পাঠ্যপুস্তক সরবরাহে ব্যর্থ হওয়ায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মেসার্স শুকতারা প্রিন্টার্স লি. এবং ফ্রি প্রেস লি.-এর জমাকৃত পারফরমেন্স গ্যারান্টির ২৬ লাখ ৬০ হাজার ৬৮২ টাকা ৬০ পয়সা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিলম্বে পুস্তক সরবরাহ, পুস্তানি ব্যবহার না করা, পুস্তানি একদিকে ব্যবহার করা, ত্রুটিপূর্ণ বাঁধাই ইত্যাদি কারণে প্রতিষ্ঠান দুটির বিরুদ্ধে জরিমানাসহ

প্রশ্নোত্তর ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

প্রশ্নোত্তর ঃ সংসদে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া আরো ১০৫টি প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় জরিমানা করা হয় এবং দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় ৫টি প্রেসের কার্যাদেশ বাতিল করা হয়।

সরকারিদলের সাংসদ অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের এক প্রশ্নের জবাবে ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, ১৯৯১ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ২০০১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সারাদেশের মোট ১২ হাজার ২৩২টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে। তবে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০১ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়নি।

মহিলা ও শিশু বিষয়কমন্ত্রী বেগম খুরশীদ জাহান হক সংসদ সদস্য শামসুল আলম প্রামাণিকের এক প্রশ্নের জবাবে সংসদে বলেন, দেশের শিশুদের জন্য ভাতা প্রবর্তনের কোন পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নেই। তবে সরকার শিশুদের কল্যাণে 'নির্যাতিত, দুস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল' নামে ৫ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করেছে। এ তহবিলের লভ্যাংশ হতে দুস্থ মহিলা ও শিশুদের মধ্যে অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া সরকার 'দুস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল' নামে ২ কোটি টাকার অন্য একটি তহবিলের লভ্যাংশ হতে দুস্থ মহিলা ও শিশুদের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী সাহায্য প্রদান করে থাকে।

তিনি আরো বলেন, সরকার শিশুদের জন্য ১৯৯০-৯৫ সাল পর্যন্ত প্রথম জাতীয় কর্মপরিকল্পনা সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন করেছে। ১৯৯৭-২০০২ সালের ২য় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া সরকার 'শিশুদের উন্নয়ন, শিশু পাচার প্রতিরোধে সমন্বিত কর্মসূচি' নামক এক প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু পাচার প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।